ইবনে কাসীর থেকে সুরা আল ইমরান

১৯০ থেকে ১৯৪ নং আয়াত

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

বুখারী শরীফের হাদীস- ইবনে আব্বাস(রাঃ)বলেনঃ আমি এক রাতে হযরত মুহম্মদ(সাঃ) এর ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার স্ত্রীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।রাতে শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আকাশের দিকে তাকালেন এবং সুরা আল ইমরানের আয়াত ১৯০ থেকে তেলাওয়াত করলেন।এটা রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর অভ্যাস ছিল। তিনি তাহাজ্জুদের সালাতে সুরা আল ইমরানের ১০ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। অন্য বর্ণনায় আছে ইবনে আব্বাস বলেন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তারপর মেসওয়াক ও অযু করতেন এবং ১১ রাকায়াত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়

করতেন। পরে মসজিদে যেতেন এবং ফজরের সালাত পড়াতেন। এটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা।

ইবনে মুরদাওয়াহ্ বর্ণনা করেন, “আতা” এবং “আমি” ইবনে উমার এবং উবায়েদ বিন উমায়ের (রাঃ) এবং আয়েশা(রাঃ)কাছে গেলাম। আমাদের ও তার মাঝে একটি পর্দা ছিল। তিনি বললেন হে উবায়েদ!কিসে তোমাকে আমাদের কাছে আসা থেকে বিরত রাখে? কবি বলেছেন মাঝে মাঝে দেখা হলে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় থাকে।ইবনে উমার প্রশ্ন করলেন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা আমাদেরকে বলেন। তিনি(হযরত আয়েশা(রাঃ)কাঁদতে লাগলেন।তিনি বললেন রাতে রাসুল(সাঃ) আমার সান্নিধ্যে এলেন। তার কিছুক্ষণ পর বললেন আমি এখন আমার প্রভুর ইবাদত করব। আয়েশা(রাঃ) বললেনঃ আপনার সান্নিধ্য আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তার চেয়েও প্রিয় আপনি আল্লাহর ইবাদত করুন।

তিনি(রাসুল সাঃ)মশকের পানি থেকে পানি নিয়ে অযু করলেন। কিন্তু পানির অপচয় করলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় শুরু করলেন এবং তেলাওয়তের সময় কাঁদতে লাগলেন যাতে তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে গেল এরপর তিনি সেজদায় গেলেন এবং কাঁদতে লাগলেন এবং জমিন ভিজে গেল। সালাত শেষে তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এ সময় বেলেল(রাঃ) এসে

ফজরের সময়ের কথা জানান দিলেন। বেলাল(রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) আপনি কেন কাঁদছেন যেখানে আপনার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, কিন্তু হে বেলাল আমি কেন কাঁদব না? যখন এই রাতে সুরা আল ইমরানের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে? (আয়াত ১৯০-১৯৪)

ধ্বংস তাদের, যারা এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে কিন্তু এ আয়াতগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে না। ইবনে কাসীর ১৯১ নং আয়াত "যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বলে ও চিন্তা করে ও বলে হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হতে রক্ষা করো।

এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর সুরা ইউসুফের ১০৫ ও ১০৬ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেছেন।

" দিন রাত তারা আসমান ও জমিনের কত যে নিদর্শন অতিক্রম করছে অথচ সেগুলোর ব্যপারে তারা একেবারেই উদাসীন।তারা আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু তার সাথে শরীক করে। (সেগুলোর ব্যপারে তারা মোটেও ভেবে দেখে না।)

বুখারী শরীফের হাদীস- ইমরান বিন হুসনাইন(রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ্(সাঃ) বলেছেন-

“সালাত দাঁড়িয়ে আদায় কর, না পারলে বসে আদায় কর, তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে সালাত আদায় করো।

.....